খুতবা জুমআর সংক্ষিপ্ত সার

সৈয়্যদনা আমীরুল মু'মিনীন খলীফাতুল মসীহ্ আল খামেস (আইঃ) কর্তৃক ৯ই মে ২০১৪ তারিখে লন্ডনের বায়তুল ফুতুহ্ মসজিদে প্রদত্ত জুমআর খুতবার সারাংশ।

তাশাহ্হুদ,তাআউয,তাসমিয়া ও সুরা ফাতিহা পাঠের পর হুযুর (আইঃ) বলেন, "ভালোবাসা সবার তরে ঘৃণা নয়কো কারো পরে "এই স্লোগান বিশেষ ভাবে আমরা অ-আহমদীদের সামনে উপস্থাপন করে থাকি ।আমরা এই স্লোগান এই কথার জবাবে বা এই ভূল ধারণা দূর করার জন্য দিয়ে থাকি যে আহমদীয়া মুসলিম জামাত বা তার সদস্যরা অন্যদের জন্য হৃদয়ে হিংসা ও বিদ্বেষ লালন করে থাকে। এই ভূল ধারণাটি দূর করার জন্য অথবা অন্যদেরকে নিজেদের চেয়ে উত্তম মনে না করার জন্য।অথবা অ-মুসলিমদের এই ভূল ধারণা দূর করার জন্য আমরা এই স্লোগান দিয়ে থাকি যে ইসলাম ভালোবাসা, সম্প্রীতি , উত্তম আচরণ এবং অপরের আবেগের প্রতি খেয়াল রাখার শিক্ষা দিয়ে থাকে।এ জন্য এ কথাটি ভূল যে ইসলাম যুলুম অত্যাচার এবং বর্বরতার ধর্ম। অথবা আমরা এই স্লোগান এজন্য দিয়ে থাকি যেন আমরা নিজেদের মাঝে ঘৃণার দেয়াল ভেঙ্গে ফেলে ভালোবাসা ও সম্প্রীতির মাঝে অবস্থান করতে পারি।

সুতরাং যেকোনো প্রকারের মানব সেবাই আমরা করি তা যদি ইসলামের তবলীগও হয় তবে তা আমরা এজন্য করে থাকি কারণ পৃথিবীর সকল মানুষের প্রতিই আমাদের ভালোবাসা রয়েছে আর আমরা সকলের হৃদয় থেকে ঘৃণার বীজ ধ্বংস করে তাতে ভালোবাসা ও প্রেমের চারা রোপণ করতে চাই। আর এসব আমরা কেন করি ? এজন্যই যে এগুলো আমাদেরকে আমাদের প্রভু হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) শিখিয়েছেন।এসব এজন্যই যে আমরা আমাদের প্রভু মুহাম্মদ (সাঃ)কে রাত্রিতে জগতের ভালোবাসায় ও সহানুভূতিতে বিগলিত চিত্ত দেখেছি আর এত পরিমানে বিগলিত চিত্ত ও ব্যাকুল ও সেজদায় ক্রন্দনরত অবস্থায় দেখেছি যে এই ব্যাকুলতাকে আল্লাহতালা কোরআন করীমে উল্লেখ করে তা কেয়ামত পর্যন্ত ভবিষ্যতে আগমনকারী মানুষদের জন্য সে সমস্ত মানুষ যাদের হৃদয়ে কোন বিদ্বেষ নেই তাদের জন্য এক দলীল হিসেবে সংরক্ষণ করে দিয়েছেন যেন ভবিষ্যতে আগমনকারী প্রজন্ম নবী করীম (সাঃ) এর উপর আপত্তি করার পূর্বে এই ব্যাকুলতার প্রতি তাদের মনোযোগ নিবদ্ধ করে এবং নবী করীম(সাঃ) এর মান্যকারী যারা নিজেদেরকে মুসলমান বলে আখ্যায়িত করবে তারা যেন এই উত্তম আদর্শের উপর চলতে সচেষ্ট হয়।

আল্লাহ্তা'লা বলেন "ফালাআল্লাকা বাখেউন্ নাফসাকা আলা আসারিহিম ইন লাম ইউমিনু বে হাযাল হাদিসে আসাফা" । সুতরাং তুমি কি তোমার জীবন এই দুঃখে ধ্বংস করে দিবে যে তারা কেন ঈমান নিয়ে আসছে না।

এখানে যাদের কথা বর্ণনা করা হল তারা কোন কথার উপরে ঈমান আনছে না? একথা যে তোমরা শিরক করোনা। যখন তাদেরকে বলা হয় যে তোমরা আল্লাহ তালার কোন পুত্র বানিওনা তখন তারা এর উপর ঈমান নিয়ে আসেনা।শিরক এমন একটি গুনাহ্ যে, আল্লাহতা'লা বলেছেন তিনি তা মাফ করবেন না।সুতরাং এই ভালোবাসা এবং সহানুভূতি সকল মানুষের জন্য এমনকি মুশরেকদের জন্যেও। তাকে সোজা পথে নিয়ে আসার জন্য যেভাবে বাহ্যিক চেষ্টা করা হয় তেমনি তার জন্য দোয়াও করা হয়। সুতরাং আহমদীদের যদি "ভালোবাসা সবার তরে " এর প্রকৃত উদ্দেশ্য অর্জন করতে হয় তাহলে আমাদেরকে আমাদের প্রভু ও মানবতার ত্রানকর্তা নবী করীম (সাঃ)এর কাছ থেকে তার কর্মপদ্ধতি শিখতে হবে আর আমরা তা তখনই পারবো যখন আমরা আমাদের তৌহিদের মানকে যাচাই করবো। এরপর আমরা তাঁর (সাঃ) এর ভালোবাসা এবং সহানুভূতির আরেকটি দৃষ্টান্ত দেখতে পাই,যখন জাতির পক্ষ থেকে যুলুম ও অত্যাচার শেষ সীমায় পৌঁছে যায় তখনও ধ্বংসের দোয়া না করে এই দোয়া করা যে, হে আল্লাহ আমার জাতিকে হেদায়াত দান করো। তারা জানেনা যে যাকিছু আমি বলছি তা তাদের লাভের জন্যই বলছি। যখন অন্য কোন গোত্র কষ্ট দেয় তখন বদ দোয়ার জন্য বলা হলে তিনি একবার সেভাবেই হাত উঠালেন, লোকেরা ভাবলো যে বদদোয়া করা হয়েছে আর সেই গোত্র ধ্বংস হয়েছে তখন তিনি (সাঃ) বলেন -হে আল্লাহ আহলে দওস গোত্রকে হেদায়াত দাও।সুতরাং ভালোবাসা ও সহানুভূতি শুধুমাত্র নিজেদের জন্যই ছিল না বরং অন্যান্যদের সাথেও তাঁর (সা.) ভালোবাসার মাপকাঠি তেমনি ছিল। তাঁর (সা.)হৃদয়ে একটিই মাত্র বেদনা ছিল যে,তৌহিদ প্রতিষ্ঠিত হয়ে যাক যেন পৃথিবী ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা পায় । আজও পৃথিবীতে হাজারও ধরনের শিরক প্রসার লাভ করছে। এবং শুধুমাত্র শিরিকই নয় বরং পৃথিবীর একটি বৃহদাংশ খোদার অস্তিত্বেই অবিশ্বাসী । অতএব খোদাতালার রাজত্ব এবং তৌহিদ কায়েম করার জন্য আমাদেরকেও এই বিষয়টি রপ্ত করার প্রয়োজন রয়েছে যার শিক্ষা আঁ হযরত (সাঃ) নিজ আদর্শ দারা আমাদেরকে প্রদান করে গেছেন। আমাদের শুধুমাত্র এটুকুতেই সন্তুষ্ট হওয়া উচিৎ নয় যে, আমরা একটি স্লোগান উচ্চারিত করছি যাকে পৃথিবী পছন্দ করছে আর বিভিন্ন স্থানে এই ব্যাপারে আমাদের প্রশংসা করা হচ্ছে। আমাদের সর্বদা স্মরণ রাখা উচিৎ যে এই স্লোগান সেই বৃহত্তর উদ্দেশ্য সাধন করার একটি মাধ্যম মাত্র যার জন্য মানুষ সৃষ্টি হয়েছে । সুতরাং আমাদের মানবিক সহানুভূতির কাজ এটাই যে ভালোবাসার প্রচার,প্রকাশ এবং ঘৃণা থেকে বিরত থাকা । আর ঘৃণা থেকে শুধুমাত্র বিরত থাকাই নয় বরং

ঘৃণার প্রতিও আমাদের রয়েছে ঘৃণা। সুতরাং আমাদের উচিৎ যে আমরা যেন দুনিয়ার দৃষ্টিতে পছন্দনীয় হওয়ার জন্য এই স্লোগান উচ্চারিত না করি অথবা এর বহিঃপ্রকাশ না করি বরং আমাদের লক্ষ্য অর্জনের জন্য এই স্লোগান উচ্চারিত করি। এই যুগে আমরা সেই সৌভাগ্যবান যাদেরকে হযরত মসীহ মাওউদ (আ.) খোদাতা'লার ভালোবাসা অর্জনের জন্য সৃষ্টির প্রতি সহানুভূতি এবং প্রেমের নীতি অবলম্বন করার জন্য নির্বাচন করেছেন। এবং তিনি আমাদেরকে সেই পদ্ধতি শিখিয়েছেন এবং শিক্ষা দিয়েছেন। তিনি (আ.) বলেন ধর্মের দুটি পরিপূর্ণ অংশ রয়েছে, এক- খোদার সাথে ভালোবাসা এবং অপরটি মানবজাতির সাথে এমন ভালোবাসা যে, তাদের বিপদকে নিজের বিপদ মনে করা এবং তাদের জন্য দোয়া করা।

হুজুর (আইঃ) বলেন, কিছুদিন থেকেই আমার এই ধারনা হচ্ছে যে আমাদের মানব সেবামূলক যে প্রতিষ্ঠান রয়েছে যা হিউম্যানিটি ফার্স্ট নামে পরিচিত তার কর্মীগণের এবং ব্যবস্থাপনা পরিষদের হৃদয়ে এই ধারনা জন্মে গেছে যে, আমাদের নিজেদেরকে ধর্ম থেকে পুরোপুরি পৃথক করে নেয়া উচিৎ আর আমরা যদি পৃথক হয়ে সেবা করি তাহলে হয়তো পৃথিবীতে আমাদেরকে আরো বেশী স্বাগত জানানো হবে । এখানকার কেন্দ্রীয় ব্যবস্থাপনাকে আমি বলেছি যে, আপনাদের গুরুত্ব এখানেই যে আপনারা ধর্মের সাথে যুক্ত রয়েছেন। জামাতের নাম কোথাও কোথাও এসে যায় , যদি প্রয়োজন সাপেক্ষে কোথাও জামাতের নাম ব্যবহার করতে হয় তাহলে এতে কোন অসুবিধা নেই। একথা দৃষ্টিপটে রাখা উচিৎ যে, আমরা আল্লাহতা'লাকে খুশি করার জন্যই মানবসেবা করবো। আল্লাহতা'লার আদেশ রয়েছে যে, তোমরা বান্দার হক আদায় কর এজন্যেই আমাদেরকে মানব সেবা করতে হবে আর আল্লাহতা'লাকে খুশি করার জন্য আল্লাহতা'লার সাথে সম্পর্ক স্থাপন এবং নিজেদের ইবাদতের সংরক্ষণ করাও প্রয়োজন,এটি ছাড়া মানবসেবারও কোন উদ্দেশ্য নেই।

তারা তো একথা বুঝে গেছেন। কিন্তু অন্যান্য দেশ সমূহে হিউম্যানিটি ফার্স্টের যে শাখাসমূহ রয়েছে তার কর্মকর্তাগণ এবং ব্যবস্থাপনা পরিষদ যার প্রায় সবাই আহমদী ইল্লা মাশাআল্লাহ তাদেরকেও আমি বলতে চাই যে, আপনাদের কাজে বরকত তখনি আসবে যখন আপনারা খোদাতালার সাথে নিজেদের সম্পর্ক মজবুত করবেন এবং নিজেদের কাজকে আল্লাহতা'লার সন্তুষ্টি অর্জনের মাধ্যম বানাবেন আর নিজেদের কাজকে দোয়ার মাধ্যমে শুরু করবেন।এটি ব্যাতীত আমাদের কোন কাজেই বরকত আসতে পারে না, নিজের বুদ্ধিমত্তা দারা যতই পরিকল্পনা করুননা কেন ।

এখন আমি আবার "ভালোবাসা সবার তরে" এই স্লোগানের দিকে ফিরে আসছি যা আমি এতক্ষণ বলছিলাম। সুতরাং আমি একথা পরিস্কার করতে চাই যে নিঃসন্দেহে সৃষ্টিরসেবা,সৃষ্টির প্রতি সহানুভূতি,ভালোবাসা বিস্তার এবং শত্রুতা নিঃশেষ করা একটি বড় নেকীর কাজ কিন্তু এটি মনে করা উচিৎ নয় যে এই স্লোগানই আমাদের জীবনের উদ্দেশ্য। হ্যাঁ এই স্লোগান এই উদ্দেশ্য অর্জনের একটি অংশমাত্র। ঐ গন্তব্যের দিকে অগ্রসর হওয়ার একটি পদক্ষেপ যা অর্জনের জন্য আঁ হযরত (সাঃ) প্রেরিত হয়েছিলেন আর তা অর্জনের জন্য এই যামানায় তার দাসত্বে আল্লাহতা'লা হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ)কে প্রেরণ করেছেন আর সেই উদ্দেশ্য হচ্ছে আল্লাহতা'লার একত্ববাদের প্রকৃত উদ্দেশ্য আবিস্কার করা,খোদাতালার নির্দেশিত সকল প্রকার নির্দেশ পালনের চেষ্টা করা। আঁ হযরত (সাঃ) এর উত্তম আদর্শ সমূহকে নিজেদের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বানানো এবং তা অর্জনের যথাসাধ্য চেষ্টা করা । কেননা এগুলোই সেই জিনিস যা থেকে সকল প্রকারের উত্তম আদর্শ এবং নেকী সমূহ অর্জন সম্ভব হয়।

যাই হোক কোন ভাল মটো কেউ নিজের জন্য নির্ধারিত করলে তা তার জন্য নেকী স্বরূপ। তিনি বিষয়টি পরিষ্কার করেন যে, কিছু মূলমন্ত্র এমন যা পরস্পর সম্পৃক্ত, উদাহরণ স্বরূপ খোদা তা'লার আনুগত্য কর আর এই মূলমন্ত্র যে নেকীতে উন্নতি কর এ দুটি পরস্পর অঙ্গাঙ্গি ভাবে জড়িত। কেননা খোদা তা'লার আনুগত্য ছাড়া নেকী অর্জন অসম্ভব। আর এভাবে যারা নেক নয় তারা খোদা তা'লার আনুগত্যকারী হতে পারে না। আর এভাবে এ মূলমন্ত্র যে, "আমি ধর্মকে দুনিয়ার ওপর প্রাধান্য দিব" এবং "আমি নেক কাজে অগ্রগামী হতে স্বচেষ্ট হব" এদুটি পরস্পর সাদৃশ্যপূর্ণ। একটি অপরটির ভেতরে এসে যায়। সুতরাং সকল নেকীই ভাল আর আমাদের তা অর্জন করারও চেষ্টা করা উচিত। কিন্তু যখন কোন মূলমন্ত্রের ব্যাপারে প্রশ্ন উঠে তখন কিছু লোক সেদিকে মনোযোগ নিবদ্ধ করে তাদের নেকী সমূহকে তারা পুরোপুরি সীমাবদ্ধ করে ফেলে অথবা সেটিকেই সব কিছু ভেবে বসে। যেমন আমাদের যুবকদের মধ্যে বা অনান্য লোকদের মধ্যে কেউ কেউ নিজেদের ধর্মীয় অবস্থান ভূলে গিয়ে শুধু মাত্র লোক দেখানোর জন্য "ভালোবাসা সবার তরে ঘৃনা নয়কো কারো পরে" এই স্লোগান অনেক বেশী দিয়ে থাকে। ঠিক আছে ইসলামের শিক্ষা যদি প্রচার করা হয় আর যদি নেক নিয়্যত হয়ে থাকে তবে এই স্লোগান খুবই ভালো কিন্তু আমাদের শুধু মাত্র এই উদ্দেশ্য নয় যেভাবে আমি বলেছি বরং আমাদের উদ্দেশ্য আরো ব্যাপক। এভাবে সৃষ্টির সেবা যদি করতে হয় তবে যদি আল্লাহতা'লার স্মরণ হৃদয়ে না থাকে তাহলে এর কোন লাভ নেই।

হযরত মুসলেহ মাওউদ (রা.) লিখেছেন অমি যখন এই বিষয় পড়লাম তখন আমার একটি ইহুদীর গল্প মনে আসলো। যখন সে হযরত উমর (রা.) এর সাথে কথা বলার সময় কথপোকথনের মাঝে বলল আমাদের আপনাদের প্রতি

অর্থাৎ মুসলমানদের প্রতি অনেক হিংসা হয়, হজরত উমর (রা.) জিজ্ঞাসা করেন যে, এই হিংসার কারণ কি এবং কি জন্য হয়ে থাকে। ইহুদী বলেন , এই কথার হিংসা এই ভেবে হয় যে, ইসলামের একটি বিশেষ বৈশিষ্ট রয়েছে যে, পৃথিবীর এমন কোন বিষয় নেই যা ইসলামের শরিয়ত কুরআন করিমে বিদ্যমান নেই। ব্যাক্তিগত বিষয় থেকে শুরু করে আন্তর্জাতিক বিষয় পর্যন্ত সকল প্রকার বিধি নিষেধ এবং সমস্যাবলি ও তার সমাধান এতে বিদ্যমান রয়েছে আর এটি আমাদের হৃদয়ে হিংসা সৃষ্টি করে। সুতরাং যদি এ কথাকে সামনে রাখা হয় তাহলে আমরা সবাই জানতে পারি যে, কেবল মাত্র একটি বিষয়কে মূলমন্ত্র বা স্লোগান হিসেবে বেছে নেওয়া ঠিক নয়। সুতরাং "পরস্পর নেক কাজে প্রতিযোগীতা করা" একটি ভালো মূলমন্ত্র আর এভাবে "আমি ধর্মকে দুনিয়ার উপর প্রাধান্য দান করবো" এটিও একটি ভালো মূলমন্ত্র। কুরআন করিমেও এ ব্যাপারে ইশারা প্রদান করা হয়েছে যেভাবে এ আয়াত "বাল তু সিরুনাল হায়াতাৎ দুনিয়া ওয়াল আখিরাতে খায়রুউ ওয়া আবকা" অর্থাৎ নির্বোধ লোকেরা পৃথিবীকে ধর্মের উপর প্রাধান্য দান করে অথচ আখিরাত অর্থাৎ ধর্মিয় জীবনের পরিণাম দুনিয়াবী জীবন থেকে অনেক উত্তম। আমরা প্রায়ই জুম'আর নামাযে এই আয়াৎ পাঠ করে থাকি।এটি ছাড়াও কুরআন করিমে অসংখ্য শিক্ষা বর্ণিত হয়েছে।

সুতরাং কুরআন করিমে কি এমন কোন আয়াত আছে যা মোটো (মূলমন্ত্র) হিসেবে ব্যাবহার হতে পারে না। যেটির প্রতিই দৃষ্টি দেওয়া হোক তা-ই হৃদয়কে নিজের দিকে আকর্ষণ করে। এই ভূমিকার পর তিনি আরও বলেন যে, কুরআন করিম থেকে জানা যায় নবী করিম (সা.) এর আগমনের উদ্দেশ্য তার আগমনের যুগ "যাহারাল ফাসাদু ফিল বার্‌রে ওয়াল বাহরে" এর প্রয়োজন পূর্ণ করে। এমন কোন মন্দকাজ ছিল না যা সেই যুগে সংঘটিত হয় নি। হযরত মসীহ্ মাওউদ(আ.) আঁ হযরত (সা.)এর প্রতিচ্ছবি তাই মসীহ মাওউদ (আ.) এর যুগও তাঁর (সা.) এর যুগের প্রতিচ্ছবি। আর আমরা দেখতে পাই যে আজ সব ধরণের মন্দ কাজ তার পূর্ণতায় পৌঁছেছে। এই জন্য আজও ধর্মের প্রয়োজন রয়েছে। চারিত্রিক গুণাবলিরও বিভিন্ন প্রকারের প্রয়োজন আছে। পৃথিবীর বিভিন্ন বিশেষত্ব এবং উন্নতিরও প্রয়োজন আছে। যেখানে মানুষের হৃদয় থেকে ঈমান উঠে গেছে সেখানে উত্তম চরিত্রও হারিয়ে গেছে আর প্রকৃত জাগতিক উন্নতিও নিঃশেষ হয়ে গেছে। কেন না এখন লোকেরা যাকে উন্নতি বলছে তা কেবল তাদের বিলাসিতার প্রদর্শন মাত্র হোক তা ব্যক্তিগত পর্যায়ের বা আন্তর্জাতিক কেননা এখন লোকেরা যাকে উন্নতি বলছে তা কেবল তাদের ব্যক্তিগত উন্নতির ক্ষেত্রে লাভজনক।এটিকে পৃথিবীর উন্নতি বলা যাবেনা কেননা এর দ্বারা পৃথিবীর এক অংশ লাভবান হচ্ছে আর অপর অংশ দাসত্বের শিকার হচ্ছে। হোক তা রাজনৈতিক দাসত্ব বা অর্থনৈতিক দাসত্ব কোন না কোন রূপে একাংশ দাসে পরিণত হচ্ছে,তাদের কোন উন্নতিই সাধিত হচ্ছে না। আর যাদের উন্নতি হচ্ছে তাদের কেবল ব্যক্তিস্বার্থই উদ্ধার হচ্ছে যাকে তারা উন্নতি হিসেবে আখ্যায়িত করছে।

সুতরাং এমন সময়ে একথা বলা যে, অমুক আয়াতকে মূলমন্ত্র নির্ধারণ কর আর অমুকটিকে পরিহার কর এটি নিতান্ত ভূল বরং কোরআন করিমের প্রতিটি আয়াতই আমাদের মূলমন্ত্র আর তাই হওয়া উচিৎ। সুতরাং আমাদের মূলমন্ত্র বা ব্রত তো সমস্ত কোরআন কিন্তু যদি অন্য কোন মূলমন্ত্রেরও প্রয়োজন হয় হজরত মুসলেহ মাওউদ (রাঃ) বলেন, তাহলেও তাও আল্লাহতা'লা আঁ হযরত (সাঃ) এর মাধ্যমে নির্ধারণ করে দিয়েছেন আর তা হচ্ছে "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ"।আর এটি সমস্ত কোরআনের সারাংশ। আর প্রকৃত সত্য এটাই যে, সকল প্রকার শিক্ষা ও সকল উন্নত লক্ষ্য সমুহ তৌহিদের সাথেই সম্পৃক্ত।এভাবে বান্দাদের পারস্পরিক সম্পর্ক ও আল্লাহতালার সাথে বান্দাদের সম্পর্কও তৌহিদের মধ্যে এসে যায়।

এভাবে আরও অনেক কথা রয়েছে যা হযরত মসীহ মাওউদ (আ.) হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর মাঝে বিলীন হয়ে তাঁর (সা.) থেকে নূর লাভ করে আমাদেরকে জানিয়েছেন এবং আমাদের থেকে শিরককে দূর করেছেন। হযরত মসীহ মাওউদ (আ.) এ যুগে "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ" এর জোতির্বিকাশ দেখিয়েছেন আর এটি সেই জিনিস যা ইসলামের সারসংক্ষেপ আর যা সকল কামেল একেশ্বরবাদীর মাঝে পাওয়া জরুরী। আর বাকী সবই তার বিস্তারিত ব্যাখ্যা যা ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তির ক্ষেত্রে ভিন্ন ভিন্ন রূপে পরিবর্তিত হয়ে থাকে যেভাবে নবী করিম (সা.) কাউকে সবচেয়ে বড় নেকী মা,বাবার খেদমত করাকে বলেছেন আবার কাউকে আল্লাহ তা'লার রাস্তায় জিহাদ করাকে বলেছেন, আবার কাউকে বড় নেকী বলতে তাহাজ্জুদ এর নামায আদায় করাকে বলেছেন। সুতরাং প্রত্যেক কে তার বুনিয়াদি দূর্বলতা দূর করার জন্য মনযোগ আকর্ষণ করা হয়েছে কিন্তু এর অর্থ এই ছিল না যে বাকী নেকী সমূহ সম্পাদন করার কোন প্রয়োজন নেই।

সুতরাং স্মরণ রাখা উচিৎ যে, কুরআন করীমের সকল আদেশ নিষেধ তার নিজের জায়গায় খুবই উত্তম এবং উপকারী কিন্তু 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' সব গুলোকেই বেস্টন করে আছে। সুতরাং এটাই আসল মূলমন্ত্র যেটিকে আমাদের সর্বদা সামনে রাখার প্রয়োজন রয়েছে। তৌহিদের হাকীকাত এবং তার প্রতি মনযোগ দেয়ার প্রয়োজন রয়েছে। তৌহিদ শুধু এই কথার নাম নয় যে, মানুষ মুর্তি পূজা করবে না অথবা কোন মানুষকে খোদাতা'লার বিপরীতে স্থান দিবে না অথবা কাউকে খোদাতা'লার শরিক বানাবে না বরং পৃথিবীর প্রতিটি কাজেই তৌহিদের সম্পর্ক রয়েছে। আঁ হযরত (সা.) তাঁর শোয়ার সময় এবং ওযুর সময়েও তৌহিদের স্বীকারোক্তি দিতেন। যখনই কোন মানুষ জগতের কোন কাজে ভরসা করে তখনই সে শিরক এর স্থানে অবতীর্ণ হয় আর তার একত্ববাদী হওয়ার দাবী মিথ্যা প্রতিপন্ন হয়। কেননা তৌহিদের

আবশ্যকীয় শর্ত হচ্ছে যে, মানুষ শুধুমাত্র আল্লাহতা'লার উপরেই ভরসা করবে। তৌহিদের অর্থ এটাই যে, প্রতিটি কাজই তা ধর্মীয় হোক বা জাগতীক মানুষের দৃষ্টি সর্বদা খোদাতা'লার দিকেই নিবদ্ধ থাকা উচিত সুতরাং নিঃসন্দেহে সকল নেক ও ভালো কথাই তার স্থানে একটি মূলমন্ত্র, কিন্তু পরিপূর্ণ একত্ত্ববাদী হওয়ার জন্য এটা জরুরী যে তার সামনে আল্লাহতা'লা ব্যাতিত সকল কিছুই শূণ্য মনে হবে। সুতরাং প্রকৃত মূল মন্ত্রই হচ্ছে "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ" যাতে সমস্ত নেকীই একত্রিত হয়ে যায়। আর তৌহিদ কে বোঝার ব্যাপারে যে সমস্ত সমস্যা আসে তার সমাধানও আমাদেরকে এটিই বলে দেয়। অসুবিধাসমূহ দূর করার জন্য কোন না কোন দৃষ্টান্ত থাকা প্রয়োজন আর মুহাম্মদ (সা.) এর উত্তম আদর্শই সর্বোত্তম দৃষ্টান্ত যাকে হযরত আয়েশা (রা.) এক বাক্যে এভাবে বর্ণনা করেছিলেন যে, " কানা খুলুকুহুল কুরআন"। এই একটি বাক্যেই তৌহিদের উচ্চ মান বর্ণনা করা হয়েছে। কুরআন করীমের নির্দেশাবলীর ব্যাবহারীক দৃষ্টান্তের মানদন্ডও প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেছে আর নির্দেশনাবলীর বিস্তারিত ব্যাখাও সামনে এসে গেছে। সুতরাং যে ব্যক্তি মোহাম্মদ (সা.) কে বুঝে ফেলেছে সে খোদাতা'লাকেও বুঝে ফেলেছে আর যে খোদাতা'লাকে বুঝে গেছে সে সবকিছুই বুঝে গেছে কেননা শিরকই সকল প্রকার মন্দ কাজ এবং পাপের মূল। আর তৌহিদের উপর প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর মানুষের মাঝে উত্তম চরিত্র, তত্ত্বজ্ঞান, সামাজিক সভ্যতা এক কথায় সকল গুণের উৎকর্ষতা তার মাঝে এসে যায় কেননা আল্লাহতা'লার নূর একটি মহৌষধ যার মাঝে সকল প্রকার রোগের চিকিৎসা রয়েছে। সুতরাং আমাদের মটো (মূলমন্ত্র) যা আল্লাহতা'লা স্বয়ং নির্ধারণ করে দিয়েছেন তা হচ্ছে "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ" আর বাকী সব হচ্ছে তার ব্যাখ্যা, যা উপদেশ হিসেবে কাজে আসতে পারে। এই যুগে দাজ্জাল যেহেতু তার সকল শক্তিসহ পৃথিবীতে প্রকাশিত হয়েছে আর তার লক্ষ্য এটাই যে, আমি দুনিয়াকে ধর্মের উপর প্রতিষ্ঠিত করবো। দুনিয়াকে ধর্মের উপর প্রাধান্য দান করাই দাজ্জালের লক্ষ্য , এজন্য আমাদের কর্তব্য এটাই যে, আমরা যেন তার মোকাবেলায় ধর্মকে দুনিয়ার উপর প্রতিষ্ঠিত করার নারাহ লাগাই। এজন্য হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ) বয়াতের শর্তের মধ্যেও এই বাক্য অন্তর্ভূক্ত করেছেন আর তার উদ্দেশ্য এটাই যেন আমরা নিজেদের উপর ধর্মীয় শিক্ষাকে কার্যকর রাখি এবং সকল বিরোধীগণের মোকাবেলায় ইসলামের সুন্দর চেহারাকে উপস্থাপন করি আর এগুলো সব এজন্য যে, আমরা যেন পৃথিবীতে "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ" এর প্রতিষ্ঠাকারী হতে পারি । আমরা এই যুগে এই লক্ষ্য অর্জনের জন্যই হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ) এর হাতে বয়াত করেছি।

হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ) কে আল্লাহতা'লা ইলহাম করে বলেছেন - খুযুত তওহীদা ইয়া আব্নাআল ফারেস অর্থাৎ হে পারস্যের সন্তানগণ তোমরা তওহীদকে দৃঢ়ভাবে ধর । এখানে পারস্য সন্তান বলতে শুধুমাত্র তার খানদানকেই বোঝানো হয়নি বরং তার সমগ্র জামাতই রুহানী ভাবে এর অধীনে এসে যায়। আর এই নির্দেশ সমগ্র জামাতের জন্য। আর এটাই নিয়ম যে বিপদের সময় মানুষ কোন বিশেষ বস্তুকে আকড়িয়ে ধরে।বলা হয়েছে যে তোমরা বিপদের সময় তওহীদকে আঁকড়ে ধর কেননা এর ভিতরেই সব কিছু নিহিত । সুতরাং আমাদের জামাতের দায়িত্ব হচ্ছে যে, তারা যেন "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ"এর মূলমন্ত্রকে সর্বদা নিজেদের দৃষ্টিপটে রাখে। আজ যখন শিরকের সাথে নাস্তিকতাও অনেক দ্রুততার সাথে বিস্তার লাভ করছে বরং নাস্তিকতাও শিরকের একটি প্রকার তাই আমরা নিজেদেরকে একটিমাত্র নারাহ বা স্লোগানের মাঝে সীমাবদ্ধ রেখে দুনিয়া ও আখিরাতে সফলতা অর্জন করতে পারবো না। আমরা মানব সেবা করতে গিয়ে আমাদের নামায ও আমাদের ইবাদতকে ছাড়তে পারিনা। যারা এমনটি বলে থাকে বা করে থাকে তাদের হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ) এর সাথে কোন সম্পর্ক নাই। সুতরাং আমাদেরকে সর্বদা আমাদের মূলমন্ত্র ও আমাদের লক্ষ্যকে নিজেদের সামনে রাখতে হবে যেন আমরা সকল প্রকার ধর্মীয় এবং পার্থিব পুরস্কারের অধিকারী হতে পারি। আল্লাহতা'লা আমাদের সকলকে এর তাৎপর্য অনুধাবন করার তৌফিক দান করুন।